



22090 - একজন মুসলমিরে আত্মগঠন

প্রশ্ন

একজন মুসলমি নিজেকে ইসলামী শিক্সার উপর গড়ে তোলার পদ্ধতীকী? বিশেষতঃ তার নিজেরে মধ্যে এত এত কসুর আছে যা সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ব্যক্তি নিজেরে নিজেরে কসুরগুলো উদঘাটন করতে পারা আত্মগঠনের প্রথম ধাপ।

যে ব্যক্তি নিজেরে কসুর জানতে পারে; সে নিজেকে গঠনের পথে এগিয়ে আসে। এই জানা আমাদেরকে আত্মগঠনের দিকে ধাবতি করে এবং এ পথে অবরাম চলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই জানাটা ব্যক্তিকে আত্মগঠনের পথ থেকে বচ্যুত করে না। নশিচয় বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিক হচ্ছে পরবির্তন ও উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করতে পারা। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশিচয় আল্লাহ কোন জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরবির্তন করনে না, যতক্ষণ না তারা নিজেরে নিজেরে অবস্থা পরবির্তন করে।” তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পরবির্তন করে আল্লাহ তাকে পরবির্তন করে দনে।

ব্যক্তি সত্গতভাবে ও এককভাবে নিজেরে নিজেরে জন্য দায়বদ্ধ। ব্যক্তিগতভাবে তার হিসাব নয়ো হবে এবং এককভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কড়ে নহে, যে দয়াময়রে কাছে বান্দারূপে উপস্থতি হবে না। তিনি তাদের সংখ্যা জাননে এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে রেখেছেন, আর কয়িমতরে দনি তাদেরে সবাই তাঁর কাছে আসবে একাকী অবস্থায়।” [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৯৩-৯৫]

কোন মানুষেরে প্রতি যবে কল্যাণই পশে করা হোক না কনে সে এটা থেকে উপকৃত হতে পারে না; যদি তার স্ব-উদ্যোগ না থাকে। দেখুন না নূহ আলাইহিস সালামেরে স্ত্রী ও লূত আলাইহিস সালামেরে স্ত্রীর প্রতি। এই দুই নারী দুইজন নবীর ঘরে ছিলনে। দুইজন নবীর একজন উলুল আয়ম (সর্ববোচ্চ শ্রণীর মর্যাদাবান)- রাসূলদেরে অন্তর্ভুক্ত ছিলনে। প্রয়ি ভাই, চন্তি করে দেখুন একজন নবী তার স্ত্রীর পছনে কী ধরনেরে চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন। এই নারী প্রতিপালনেরে বড় একটা অংশ পয়েছে। কন্তি তাদেরে নিজেরে পক্ষ থেকে যহেতে উদ্যোগ ছিল না তাই তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা য়ছে: “তোমরা উভয়ে জাহান্নামে প্রবশেকারীদেরে সাথে জাহান্নামে প্রবশে কর” [সূরা তাহরীম, আয়াত: ১০] অন্যদিকে ফরোউনেরে স্ত্রী নক্শ্ট অপরাধীর ঘরে থাকা সত্বেও আল্লাহ ঈমানদেরে কাছে সে নারীকে দিয়ে উপমা পশে করেছেন। যহেতে সেই নারীর আত্মগঠনেরে



উদ্যোগ ছিল।

একজন মুসলমিরে আত্মগঠনেরে কিছু উপায় নমিনরূপ:

১। আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়া, তাঁর প্রতি আত্মসমর্পন করা। আর তা সম্পাদতি হবে ফরজ ইবাদতগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং অন্তরকবে গায়রুল্লাহর সম্পৃক্ততা থেকে পবিত্র করার মাধ্যমে।

২। বেশি বেশি কুরআন তলোওয়াত করা, অনুধাবন করা এবং কুরআনের মর্ম বুঝার চেষ্টা করা।

৩। উপকারী উপদেশমূলক বইপুস্তক পড়া যে সব বইতে আত্মার চকিত্সা ও ঔষধ নিয়ে আলোচনা করা হয়। যমেন- মনিহাজুল কাসদৌন, তাহযীবু মাদারজিসি সালকৌন ইত্যাদি। সলফে সালহৌনদরে জীবনী ও চরিত্র জানা। এ বিষয়ে ইবনুল জাওয়রি 'সফিতুস সাফওয়া' এবং বাহাউদ্দীন আকীল ও নাসরি আল-জুলাইলে 'আইনা নাহনু মনি আখলাকসি সালাফ' বইদ্বয় পড়া।

৪। আত্মগঠনমূলক প্রোগ্রামগুলোতে হায়রি হওয়া; যমেন দারস ও আলোচনাসভা।

৫। সময়ের সংরক্ষণ করা এবং সময়কে দুনিয়া ও আখরাতের উপকারী কাজে লাগানো।

৬। বই শ্রমীর কাজগুলোতে বেশি না জড়ানো এবং এ ধরণে কাজগুলোতে বেশি গুরুত্ব না দয়া।

৭। সংসঙ্গে থাকা এবং সংসর্গে খুঁজে নয়া; যারা কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একাকী থাকে সে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অনেক গুণাবলী মসি করে; যমেন অন্যকে অগ্রাধিকার দয়া, সবার করা।

৮। অর্জতি তাত্ত্বিকি ইলমকে বাস্তব কর্মে পরণিত করা।

৯। নখিতভাবে নিজের আত্মসমালোচনা করা।

১০। আল্লাহর উপর নরিভর করার সাথে আত্মবিশ্বাস রাখা। যহেতে আত্মবিশ্বাস ছাড়া কাজ করা যায় না।

১১। আল্লাহর জন্য নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। এই পয়ন্টেটি পূর্বরে পয়ন্টরে সাথে সাংঘর্ষকি নয়। মানুষের উচতি নিজের মধ্যে কসুর আছে এই ধারণা নিয়েই আমল করা।

১২। শরয়া নিরিজনতা: অর্থাৎ সবসময় মানুষের সাথে মশিবে না। বরং নিজের জন্য বিশিষে কিছু সময় রাখবে ইবাদতে কাটানোর জন্য এবং শরয়া নিরিজনতার জন্য।

আমরা আল্লাহর কাছে দয়া করছি তিনি যনে আমাদেরে নিজদেরে গঠনে আমাদেরকে সহযোগিতা করনে, আমাদেরে সত্তাগুলোকে



আল্লাহর পছন্দ ও সন্তুষ্টির প্রতি বাধ্যগত করে দেন। আমাদের নবী মুহাম্মদরে প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গরে প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।